সংবাদ

তারিখ 25 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাল্টে গেছে শিক্ষা ভবনের ভুতুড়ে পরিবেশ

কমেছে ঘুষ-দুর্নীতি ও শিক্ষক হয়রানি

রাকিব উদ্দিন

মহাজোট সরকারের চার বছরে বদলে গেছে শিক্ষা ভবনের ভুতুড়ে পরিবেশ। গড়ে উঠেছে শহীদ মিনার, লাইব্রেরি, মসজিদ, কারুকাজ করা দুটি গেট। কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বসানো হয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। এতে কমেছে দুর্নীতি ও শিক্ষক হয়রানি। রচনা করা হয়েছে শিক্ষা ভবনের ৬৫ বছরের ইতিহাস। শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা যে কোন মুহূর্তে সাক্ষাৎ পাচ্ছেন মাউশির মহাপরিচালকের, যা অতীতে ছিল অকল্পনীয়। সংস্থার সব কয়টি শাখাই এখন শিক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত। শিক্ষামন্ত্রীর নিবিড় মনিটরিং ও মহাপরিচালকের নিরলস প্রচেষ্টায় শিক্ষা ভবনে বিরাজ করছে শিক্ষকবান্ধব পরিবেশ।

ঘুষ লেনদেন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি নিয়ে অতীতে প্রায়ই মারামারি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটত শিক্ষা ভবনে। কিন্তু বিগত চার বছরে শিক্ষা ভবনে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রতিদিন ১০-১২ জন সংসদ সদস্য নানা প্রয়োজনে শিক্ষা ভবনে আসছেন। শিক্ষা ভবনে সরেজমিন ঘুরে ও শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ওয়েবসাইট। এতে রাখা হয়েছে ডিজি'স কর্নার নামে একটি 'ওয়েব পেজ'। 'dg@dshc.gov.bd' ঠিকানায় মেইল করে সাত দিনের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তথ্য, সমাধান, পরামর্শ। দুজন কর্মকর্তা ও দুজন কর্মচারী সমন্বয়ে খোলা হয়েছে এককেন্দ্রিক সেবা প্রদানে একটি তাৎক্ষণিক সেবাকেন্দ্র। এছাড়া মাউশিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধাচর্চা, মানোন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে ভবনের ৪র্থ তলায় প্রায় ৬৫ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ স্টুডিও স্থাপন করা হয়েছে।

বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষা ভবনকে ঘিরে সারাদেশের সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাউশি মহাপরিচালক ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা প্রফেসর নোমান উর রশিদ।

তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং ঘুষ ঠেকানোর পাশাপাশি মাউশির নিরাপত্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গতি ও স্বচ্ছতা আনতে ভবনের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে লবি, অভ্যর্থনা কক্ষ, প্রতিটি তলার করিডোর ও বিভিন্ন কক্ষে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করেছি। আমি নিজেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার প্রদর্শিত ছবি মনিটরিং করি। তিনি বলেন,

ভুতুড়ে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

ভুতুড়ে পরিবেশ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এই ভবনকে ঘিরেই সারাদেশে শিক্ষা নিয়ে সরকারের সফলতার ইমেজ। আমি সেই ইমেজ বৃদ্ধিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিন বছরেরও বেশি সময় মহাপরিচালক পদে থাকা নোমান উর রশিদ জানান, সারাদেশের প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখভালের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা অধিদফতরে প্রতিদিন হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসেন। জানা গেছে, সর্বস্তরের মানুষকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ৬৫ বছরের ইতিহাস জানাতে লেখা হয়েছে ইতিহাস। তা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মাউশির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে লাইব্রেরি স্থাপনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষায় একটি কক্ষকে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার করা হয়েছে। সেই কর্নারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই, প্রকাশনা, ছবি ও সিডি এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন বই, প্রকাশনা, ছবি, ভিডিও ফুটেজ ও সিডি সংরক্ষণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাউশি অধিদফতর, ব্যুরো, বোর্ড ও বিভাগের মাধ্যমে সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ভূমিকা, মধ্যযুগের 'মাদ্রাসা' ও 'টোল' শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তানি আমল সর্বশেষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ৬৫ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটির। ইতিহাসের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর : অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক একটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থে মাউশি অধিদফতরের অর্গানোগ্রাম, বিভিন্ন শাখা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মপরিধি, বিগত কয়েক বছরের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা, বিধি বিধান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও বিগত সময়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের আলোকচিত্র শোভা পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নারে। জানা যায়, কোমলমতি শিশুদের মানসিক চাপ মুক্তির লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে ভর্তির কার্যক্রম শুরু করে ভর্তিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম ঠেকিয়েছে মাউশি। এতে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ধরে রেখে শিক্ষার্থীদের জানাতে বিতরণ করা হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধের দলিল-১৫ খণ্ড'। জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং, শারীরিক শাস্তি এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে সভা-সমাবেশ করে দেশবাসীকে জাগ্রত করে তুলেছে মাউশি। জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী ২০১৩ সালের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে রাষ্ট্রবিরোধী ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ড পরিহারে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এমপিও নিয়ে নানা জটিলতা নিরসনে সুষ্ঠুভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাউশিতে ডাটা এন্ট্রি ও আপডেট করে এমপিওর কাজ করা হচ্ছে। ফলে ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এমপিওর কাগজ কার্যক্রম পরিচালনা হবে। এতে কমবে শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্ভোগ ও হয়রানি।